দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৫ ...

দেশের অন্ততঃ ৫০ ভাগ লোককে শিক্ষিত করিতে হইবে

—এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও পল্লী এলাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক করার লক্ষ্য সফল করিয়া তুলিতে সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সমাজ হইতে নিরক্ষরতা দূর এবং তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হইলে তাঁহার মেয়াদকালে দেশের অন্ততঃ

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

৫০ ভাগ লোক শিক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তিনি দেখিতে চান।

তিনি বলেন, সমাজকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করা তাঁহার সরকারের একটি অঙ্গীকার এবং এ লক্ষ্য অর্জনে সকল শিক্ষিত জনগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট গতকাল (রবিবার) আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠকে ভাষণ দিতেছিলেন। তিনি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা।

পরিষদের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদও বৈঠকে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(শেষ পৃঃ পর)

বক্তৃতা দেন এবং কয়েকজন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মনসুর আলী সরকার উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, '২ হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' এই লক্ষ্য অর্জনে তাঁহার সরকার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। এগুলি হইতেছে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও পৌর এলাকার বাহিরে মেয়েদের জন্য ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন।

তিনি বলেন, অতীতে শিক্ষা সংক্রান্ত বহু কমিশন গঠিত হয় ও তাহারা বহু রিপোর্ট তৈরী করে। কিন্তু শিক্ষার হার ২২ হইতে ২৫ শতাংশ অতিক্রম করে নাই। এই বাস্তবতার কথা মনে রাখিয়া আমরা এমন কর্মসূচী চাই না যাহা বাস্তবায়ন করা যাইবে না।

তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, সেখানে কোন শিক্ষা ও প্রযুক্তি ছিল না। সে দেশে ১৯৬০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং আমরা উহার ফল দেখিতে পাইয়াছি। বর্তমান জাপান সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ।

প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলার বিরাট দায়িত্ব চিরাচরিত পথে সম্পন্ন করা যাইবে না। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া রাতারাতি হাজার হাজার স্কুল ভবন নির্মাণ ও হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদের বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, দেশে ৭৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন রহিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিফট চালু করার সম্ভাবনা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। আমরা এব্যাপারে মসজিদ ব্যবহারের সম্ভাবনাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

তিনি বলেন, এই বিরাট কর্মসূচী সফল করিয়া তুলিতে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিতে হইবে এবং এজন্য তাহাদের পূর্ণ বেতন দেওয়া সম্ভব হইবে না, তবে তাহাদের সম্মানি দেওয়া যাইতে পারে। ইহাছাড়া স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের ভাতা প্রদান করিয়া এ কাজে নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়াছেন, যাহা ১৭০ বছরেও সম্ভব হয় নাই। পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করিয়া ইহা বাস্তবায়ন করা যায় নাই।

তিনি বলেন, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এস, এম আল হুসাইনী, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিয়া, জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, সাবেক কেবিনেট সচিব এম, মুজিবুল হক, পরিকল্পনা কমিশন সদস্য কাজী ফজলুর রহমান, শিক্ষা সচিব এএনএম ইউসুফ, লালবাগ শাহী মসজিদের খতিব মওলানা আমিনুল ইসলাম ও অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ। তাহারা সকলে পরিষদের সদস্য।

মওলানা আমিনুল ইসলাম বলেন, মসজিদকে শিক্ষার কাজে ব্যবহারে শরিয়াহতে কোন আপত্তি নাই, কেননা ইসলাম শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছে এবং হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশায় মসজিদ ছিল সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্র।